দৈনিক বাংলা
105
তাং ... ৭/৪/৭৯ ...
পৃঃ ... 5 ... কলাম ... 3 ...

বয়স্ক শিক্ষায় নৈশ বিদ্যালয়

বয়স্কদের শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈশ বিদ্যালয়ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের জনগণের এক বিরাট অংশ-এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারায় যুগ যুগ ধরে অজ্ঞ ও নিরক্ষর রয়েছে। পল্লীর বয়স্ক লোকদের নিরক্ষতার কারণ হচ্ছে শিক্ষার প্রতি তাদের তেমন কোন আকর্ষণ নেই। তারা মনে করে, বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপ প্রদান করেই যখন দুনিয়ার কাজকর্ম সমাধা করা যায়, তখন লেখাপড়ার প্রয়োজনই বা কি? এজন্যই আমাদের দেশের গরীব কেন, বহু-অজ্ঞ বিত্তবান বয়স্ক লোক ও তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে সাংসারিক কাজ কর্মে নিয়োজিত করে নিরক্ষর রেখে দেয়। আর এসব অজ্ঞ অভিভাবকদের কেউ কেউ তাদের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠালেও অনেক ক্ষেত্রে ঔদাসীন্যের দরুন তারা বিদ্যালয় শেষ করার আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে আসে।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে বয়স্কদের শিক্ষার প্রতি সর্বশেষ গুরুত্ব আরোপ করার ফলে, যেসব দেশের শিক্ষার হার প্রায় শতকরা পৌঁছে গেছে এবং সেসব দেশে উন্নতর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে বর্তমান-কালেও দিনের শিক্ষাগারগুলোর চেয়ে নৈশ বিদ্যালয়গুলোর গুরুত্ব ও মূল্য অধিক। ফলে সেদেশের বয়স্করা রাত্রিকালে অবসর থাকলে নৈশ বিদ্যালয়ে গিয়ে ভিড় জমায়। তারা বয়স্ক হয়েও বিদ্যালয়ে যেতে বিন্দু মাত্রও লজ্জাবোধ করেন না।

পাশ্চাত্যের কোন কোন মনীষীর জীবন পাঠে জানা যায় যে তারা একেবারে নিম্নস্তর থেকে নৈশ বিদ্যালয়ের সাহায্যে নিজের নিরক্ষরতা দূর করে কর্মসাধনার মাধ্যমে সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে বৃটেনের এককালের শ্রমিক দলের পরলোকগত নেতা মিঃ বিভান প্রথম জীবনে কয়লার খনিতে কাজ করতেন এবং রাত্রিকালে নৈশবিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতেন। এভাবে তিনি বহুদিন লেখাপড়া করার পর বিস্তর জ্ঞান-গুণ অর্জন করেন ও পরে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯১৭ সালে জারের কবলমুক্ত হয়ে রাশিয়া নিরক্ষরতা দূর করার উদ্দেশ্যে এক ব্যাপক অভিযান শুরু করে এবং রাস্তাঘাটে ও মাঠে বিদ্যালয় খুলে অল্প দিনের মধ্যেই দেশ থেকে নিরক্ষরতার কালিমা মুছে ফেলে। শুধু রাশিয়াই নয়, পৃথিবীর আরও বহু উন্নত দেশে এভাবে নিরক্ষরতা দূর করা হয়েছে।

বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূর করলে প্রতিটি স্বাধীন দেশের বেকার শিক্ষিত লোকদের দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বেকার লোকজন চাকরির আশায় আলস্য ভরে দিন কাটান; কিন্তু এ ধরনের একটা মহান কাজে হাত দিতে চান না। আমরা মনে করি, পল্লীর বিত্তবান শিক্ষিত লোক ও সরকার এক যুগে কাজ না করলে কস্মিনকালেও দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হবে না।

এ ব্যাপারে যৌথ উদ্যোগ ও উত্তম ব্যবস্থাপনা একান্তই অপরিহার্য।

স্বাধীনতার আগে এমন কি এর পরও আমাদের দেশে যে কিছু-সংখ্যক নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়নি, এমন নয়। তবে ওগুলো টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে, সংশ্লিষ্ট পরিচালক ও সরকারী কর্মচারীদের অবহেলা ও স্বার্থপরতাই বিদ্যালয়গুলোর চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলো।

আমাদের দেশের প্রতিটি গ্রামে একটি করে মসজিদ রয়েছে। উক্ত মসজিদে একজন ইমামও নিয়োজিত আছেন। আমরা মনে করি, রাতের নামাজান্তে উক্ত ইমাম নিরক্ষর মুছল্লীদেরকে আধ ঘন্টাকাল পর্যন্ত মছলা মছায়িলের সাথে বাংলা অক্ষর ও নাম-ধাম লেখা শিখালে অল্পদিনের মধ্যে তারা নাম ধাম শিখিয়ে নিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ যেসব গ্রামে হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোক রয়েছে ঐসব গ্রামে রাত্রিকালীন টোল প্রতিষ্ঠা করে বয়স্কদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে প্রতিটি ইউনিয়নে ৩/৪টা ও প্রতিটি থানায় একটা করে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত নৈশ-বিদ্যালয় চালু করা দরকার। উপরোক্ত দু শ্রেণীর বিদ্যালয়েই দেশের বেকার শিক্ষিত যুবকগণকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা কর্তব্য। ৪র্থতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী যেসব প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী সংশ্লিষ্ট এলাকার মক্তবে কোরান শিক্ষার জন্য যেয়ে থাকে, তাদেরকে ঐ মক্তবের শিক্ষকেরা কাছে ১ম শ্রেণীর লেখাপড়া শিখানোর ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ, শত ভাগ ঐ বয়সের ছাত্র-ছাত্রী মক্তবে ধর্ম শিক্ষার জন্য গমন করে থাকে। অথচ, ঐ শ্রেণীর ৩০ ভাগ ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে যায় না।

মসজিদের ইমাম মক্তবের মওলবী ও টোলের শিক্ষককে আর্থিক সাহায্য দানের জন্য ইউপি চেয়ারম্যান সহযোগে একটি ফান্ড গঠন করে উক্ত ফান্ড থেকে তাদেরকে মাস মাস বেতন দানের ব্যবস্থা করা দরকার। ঐ ফান্ড মওশুমী ফসল থেকে গঠন করা যেতে পারে। বৎসরান্তে এসব বিদ্যালয়ে একটি নন রেকারিং গ্রান্ট মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করাও অপরিহার্য।

---এম এ বশীর